ঢাকা বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট ২০২০ ভোরের কাগজ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে গতকাল বুধবার 'জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম। এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন (বাম থেকে) কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন ও উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. ফিরোজা খাতুন। বিজ্ঞপ্তি।

আজকের
বিজনেস বাংলাদেশ
বৃহস্পতিবার
২৭ আগস্ট ২০২০ ॥ ১২ ভাদ্র ১৪২৭

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য : ডিজি

গাজীপুর সংবাদদাতা

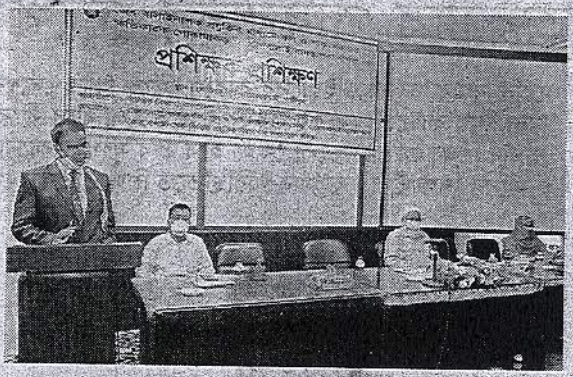

গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইঅজও (বারি) এর মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম বলেছেন, "বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে আমরা ইতোমধ্যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। এখন দেশের মানুষের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ্র খাদ্য নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।"

বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে বুধবার " জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকমাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গাজীপুরের কাজী আজিমউদ্দিন কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ৩৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন

বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন ও উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. ফিরোজা খাতুন। কীটতত্ত্ব বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকার এর সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একই বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নির্মল কুমার দত্ত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম আরো বলেন, আমাদের দেশে কৃষক ভাইয়েরা ফসলে পোকা-মাকড় দমনের জন্য নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমাদের ফসলে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। এতে আমরা যেমন নিরাপদ থাকবো তেমনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমে আসবে।

সত্যের পক্ষে জাতীয় দৈনিক

মুক্ত খবর

www.muktakhabar.net

ঢাকা • বৃহস্পতিবার
২৭ আগস্ট ২০২০
১২ ভাদ্র ১৪২৭
০৭ মহররম ১৪৪২
রেজি: নং ডিএ ৩০৮৬

পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে গতকাল "জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম। এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন (বাম থেকে) কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন এবং উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. ফিরোজা খাতুন –মুক্তখবর

● স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম বলেছেন, "বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে আমরা ইতোমধ্যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। দেশের মানুষের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করাই এখন আমাদের লক্ষ্য।" বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে গতকাল বুধবার "জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান

● এরপর ২ পৃষ্ঠা • কলাম ৬

ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গাজীপুরের কাজী আজিমউদ্দিন কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ৩৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন ও উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. ফিরোজা খাতুন। কীটতত্ত্ব বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকার এর সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একই বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নির্মল কুমার দত্ত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে কৃষক ভাইয়েরা ফসলে পোকা-মাকড় দমনের জন্য নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমাদের ফসলে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। এতে আমরা যেমন নিরাপদ থাকবো তেমনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্যঝুকি কমে আসবে।

বৃহস্পতিবার ঢাকা ২৭ আগস্ট ২০২০, ১২ ভাদ্র ১৪২৭ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২২৬ পৃষ্ঠা ৮ মূল্য ৪ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

'পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করাই এখন আমাদের লক্ষ্য'

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম বলেছেন, "বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে আমরা ইতোমধ্যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। দেশের মানুষের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করাই এখন আমাদের লক্ষ্য।" বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে বুধবার "জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির, পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকমাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গাজীপুরের কাজী আজিমউদ্দিন কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ৩৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন ও উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. ফিরোজা খাতুন। কীটতত্ত্ব বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকার এর সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একই বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নির্মল কুমার দত্ত। বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে কৃষক ভাইয়েরা ফসলে পোকা-মাকড় দমনের জন্য নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমাদের ফসলে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। এতে আমরা যেমন নিরাপদ থাকবো তেমনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্যঝুকি কমে আসবে।